2020

COMPULSORY BENGALI

(BNGM)

[For General Students]

[OLD SYLLABUS]

Full Marks : 50 Time : 2 Hours

The figures in the right-hand margin indicate marks.

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

১। ক) ''আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের

উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়্‌রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংল্যাণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংল্যাণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল, ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম; সেইসময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে।''

প্রশ্ন : অ) আলোচ্য গদ্যাংশটি কোন্ লেখকের কোন্ প্রবন্ধের অর্ন্তগত? ২

আ) উদ্ধৃতাংশে ইংরেজি সাহিত্য বিষয়ে ব্যক্ত লেখকের মনোভাব আলোচনা করো। ৪

ই) ''বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।'' — 'বিজিত' ও 'বিজয়ী' জাতি বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? লেখকের উক্ত মনোভাবের ভিত্তি কী ছিল? ২+৩=৫

ঈ) লেখকের ছোটবেলায় শোনা 'চিরকালের ইংরেজের বাণী' কেমন ছিল? ৪

অথবা

নিম্নের উদ্ধৃত অংশ পাঠ করে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দাও :

''আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে

— দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই — এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, ''মেও!''

চাহিয়া দেখিলাম — হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরষ্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরষ্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ, অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, ''মেও!''

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই, এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, ''মেও!'' বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, ''কেহ, মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।'' বুঝি সে ''মেও!'' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, ''তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি — এখন বল কি?''

বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি: এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতিমণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিস্কৃত করিয়া সগর্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।''

প্রশ্ন : অ) আলোচ্য গদ্যাংশটি কোন্ লেখকের, কোন্ প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে? প্রবন্ধটি কোন্ মূল গ্রন্থের অন্তর্গত? ১×৩=৩

আ) 'নেপোলিয়ন' কে? 'ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কিনা' — এই উক্তির মধ্যে বক্তার চরিত্রের কোন্ পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে? ১+২=৩

ই) ''কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।'' — এই প্রবাদবাক্যটির মর্মার্থ বুঝিয়া বলো। ৩

ঈ) ''আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে।'' — 'চিরাগত প্রথা' শব্দটির অর্থ কি? এখানে 'চিরাগত প্রথা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? 'কুলাঙ্গার' কথাটির অর্থ কী? ২+৩+১=৬

খ) নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলা — এই মর্মে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। ১০

অথবা

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার হাল হকিকত বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

গ) যে-কোনো **দশটি** শব্দের বাংলা পরিভাষা লেখো : $\frac{১}{২}$×১০=৫

i) Academic Council

ii) Acknowledgement

iii) Annexure

iv) Audit

v) Bail

vi) Bar Council

vii) Convention

viii) Draft

ix) Embargo

x) Gazette

xi) Hearing

xii) Ideology

xiii) Sabotage

২। ক) 'কিন্নরদল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কে? সে কিভাবে সকলকে আপন করে নিয়েছিল? ১+৯=১০

অথবা

'হাড়' গল্পের নামকরণের সার্থকতা নিরূপণ করো। ১০

খ) 'শিকল ভাঙার গান' কবিতার মর্মবস্তু নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো। ১০

অথবা

''কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেলো বন্ধ হয়ে'' — মোরগের খাবার বন্ধ হয়ে গেল কেন? কবিতাটিতে মোরগটির যে করুণ পরিণতি ঘটেছিল তা বিশ্লেষণ করো। ২+৮=১০

———————